উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যমের ভুমিকা গুরত্বপূর্ণ

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জেলার সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় বলেন, উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যতদিন এই জেলার জনগণ মনে করবে এই জেলা প্রশাসক জেলার মানুষের উন্নয়নের জন্য, তাদের জীবনযাত্রার মান, তাদের নিরাপত্তা ও একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার কাজ করবে ততদিন পর্যন্ত আমরা কাজ করবো। জেলার মানুষ যদি মনে করে আমরা সেটি করতে ব্যর্থ হচ্ছি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার ব্যবস্থা নেবে।

সকল কাজের নিয়ম-কানুন অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এনসিওর করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেগুলি, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। ডেফিনেটলি এটা খুবই আশঙ্কার বিষয়। আমরা এই বিষয়ে স্পেশালি কাজ শুরু করব ইনশাল্লাহ। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ভিজিট আমরা করি সেটা বাড়িয়ে দেব এবং শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা বসে স্পেশাল কোন উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা দেখব। তবে এক্ষেত্রে আপনারা সমস্যা দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমাধানের যে সঠিক পথ, সেটা বের করতে আমরা আপনাদের হেল্প চাইবো।

আমি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত একটি দিক মনে করি। এখানে অনেকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে রয়েছেন। আপনারা এটা চালিয়ে যাবেন। আমার যদি কোন কাজে আপনারা মনে করেন ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে, আপনারা নিউজ ছাপিয়ে দেবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ২৪ এর যে গণঅভ্যুত্থান, তার অন্যতম কারণ সাংবাদিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি। সাংবাদিকতা খোশামতির পেশা না এখানে ভালো-মন্দ দুইটাই আসবে। ভালো যদি করে থাকি ছাপাবেন, আর খারাপ যদি করে থাকি অবশ্যই ছাপাবেন। ভালোটা না ছাপালেও অসুবিধা

নেই। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটটা ধারণ করেই আমাদের কাজগুলো মার্চিহ্ন করব।

সারের ক্রাইসিসটা এটা ম্যানমেড কোনো ক্রিয়েশন কিনা সেটাও দেখার বিষয়। আমাদের সারের সরবরাহ আছে, কিন্তু আমাদের কৃষি উপদেষ্টা যেটা বলেছেন কিছু মানুষের যোগসাজশ থাকতে পারে। আমরা এগুলো ইনভেস্টিগেশন করব, এই বিষয়টা যাতে সমাধান করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করব।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম।

এসময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, তুহিন আরন্য, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, আমাদের সূযোদয়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহবুবুল হক পোলেন, সংবাদ প্রতিনিধি রফিকুল আলম, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান ও এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মোজাহিদ মুন্না, সাংবাদিক মেহের আমজাদ, শামিম হোসেন, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যম কর্মীরা অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, জেলার অনলাইন জুয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সড়কে বিশৃংখলাসহ নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন।

মেহেরপুরের ২২টি অনিবন্ধিত

অনলাইন পত্রিকা ও ফেসবুক পেজ বন্ধের সুপারিশ

মেহেরপুরের ২২টি অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা ও তাদের ফেসবুক পেজ বন্ধ করার সুপারিশ করেছে জেলা তথ্য অফিস।

আজ বুধবার বিকালে মুঠোফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

তথ্য কর্মকর্তা বলেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে আন্ত:মন্ত্রণালয়ে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোকে জবাবদিহীতের মধ্যে নিয়ে আনার লক্ষে মেহেরপুর জেলার নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা, ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেলের একটি প্রাথমিক তদন্ত করা হয়েছে। সে তদন্তের আলোকে প্রাথমিকভাবে ২২টি অনিবন্ধিত পত্রিকা, ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করার সুপারিশ করে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

তথ্য কর্মকর্তা বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন শুধুমাত্র জেলা অথরাইজড অনলাইন নিউজ পোর্টাল। এ ছাড়া আর কোন অথরাইজড অনলাইন পোর্টাল মেহেরপুর জেলাতে নেই।

তিনি বলেন, ইদানিং ফেসবুকে পেজ খুলে সাংবাদিক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। অনিন্ধিতি পত্রিকাগুলোও সাংবাদিক নিয়োগ দিচ্ছে যা অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালার ব্যত্যয়। আমরা পর্যায়ক্রমে সেগুলোরে বন্ধ করার সুপারিশ করে মন্ত্রণালয়ে পাঠাবো।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর প্রতিদিন মেহেরপুর জেলার মিডিয়া ভুক্ত দৈনিক এবং জেলার একমাত্র নিবিন্ধত অনলাইন পত্রিকা। ইদানিং সাংবাদিকতার কোন অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও মেহেরপুরে ব্যঙের ছাতার মত অনিবন্ধিত অনলাইন পত্রিকা, পত্রিকার নামে ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে ছেয়ে গেছে। যেগুলো বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

মেহেরপুরে আর্থসামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে আর্থসামাজিক উন্নয়নে করনীয় ও গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন অবঃ আব্দুল মালেক, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. গাজী রহমান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন, কাজীপুর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক রিয়াজ উদ্দিন, শিক্ষক হাসান রুদ্র, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তি শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল ও অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় বক্তরা বলেন, একজন আত্মসচেতন ও বিবেকবান সংবাদকর্মী দেশ ও জাতির জন্য পথপ্রদর্শক। আধুনিক প্রচার মাধ্যম সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে গণমাধ্যম সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। সুবিধাবঞ্চিত জনপদ ও নাগরিকদের আধুনিক ও সমৃদ্ধ মানুষে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। গণমাধ্যমই পারে মানুষকে নতুন নতুন চিন্তা, ধারণা ও পদ্ধতি সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করে উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে।

মতবিনিময় সভায় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে শামিম জাহাঙ্গীর সেন্টু বলেন, মেহেরপুরের সাংস্কৃতি খেলাধুলা লস প্রজেক্ট। মানুষের টাকা হয়েছে কিন্তু সংস্কৃতি মনা মানুষ হারিয়ে গেছে। টাকার বিনিময়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াঙ্গন বিক্রি হয়ে গেছে।’

আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ।’

খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল বলেন, ‘গণমাধ্যমের ভূমিকার কারণেই

মুজিবনগর উপজেলার মর্যাদা পেয়েছে।’

প্রভাষক রিয়াজ উদ্দিন বলে, ‘রেমিটেন্স ও কৃষিতে এখন উন্নত হচ্ছে গ্রামগুলো। তবে শিক্ষার অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রামের ছেলেরা এখন শিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে প্রবাসে যেতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শিক্ষার হার কমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারটি নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের মনোযোগ দেয়া উচিত। ‘

অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বলেন, ‘মেহেরপুরে নারী শিশু নির্যাতন মামলার পরিমান বেশি। সব ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার কারনে আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্তরায় হচ্ছে। স্থানীয় পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিনের মত সকল গণমাধ্যম ও সংবাদ কর্মীদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। ‘

গণমাধ্যমে মার্কিন ভিসানীতি: রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ওপর মার্কিন ভিসানীতি প্রয়োগের পর সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এটিকে গণমাধ্যমের ওপর হস্তক্ষেপও বলছেন তারা। একই সাথে পিটার হাসের বক্তব্য প্রত্যাহারেরও দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। যদিও ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের ঘোষণার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন। তিনি বলেন, “স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমের ওপর নিষেজ্ঞার আরোপের কথা পিটার হাস এভাবে বলতে পারেন না। কার বাংলাদেশ স্বাধীন স্বার্বভৌম দেশ। ভিসা নীতি আরোপ করলে সাংবাদিক সমাজে অস্বস্তি সৃষ্টি হবে। যেসব সাংবাদিকদের সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে তারা মত প্রকাশে দ্বিধান্বিত বোধ করবেন।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল আলম বলেন, “গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে কী গণতন্ত্র নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব? বাংলাদেশের ইতিহাসে খারাপ নজির সৃষ্টি করেছেন পিটার হাস। গণমাধ্যম পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করেছেন তিনি। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিরোধীতাকারীরা যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন দেশের গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে যা খুবই দুঃখজনক।”

ঢাকা ডিপ্লোমেট ডট কম এবং সংবাদ সারাবেলার সম্পদক আব্দুল মজিদ বলেন, “সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যাদের ভুমিকা রয়েছে, যেমন আইন শৃঙখলা ররক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি দল ও বিরোধী দল এবং গণমাধ্যম, ভিসানীতির নামে তাদেরকেই হুমকি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রথমত, একটি স্বাধীন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়া নিয়ে অযাচিত কথা বলে এক ধরনের হস্তক্ষেপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, যা অগ্রহণযোগ্য। ভিসানীতি কার্যকরের ঘোষণায় মূলত তারা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে না।”

সিলেটের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও দৈনিক উত্তরপূর্ব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক তাপস দাশ পুরকায়স্থ বলেন, “কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করবে ওয়াশিংটন। নিষেধাজ্ঞায় না থাকা বিষয় নিয়ে মন্তব্য করা কূটনীতিক সৃষ্টাচার বর্হিভূত কাজ। আর গণমাধ্যমকে ভিসানীতির আওতায় আনলে গণতন্ত্র বিকশিত নয়, নিয়ন্ত্রিত হবে।”

গত ২৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয়ে এসে সাক্ষাৎকারে ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, সরকারি দল, বিরোধী দল ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর আগামীতে গণমাধ্যমও ভিসানীতিতে যুক্ত হবে।

গণমাধ্যমেও মার্কিন ভিসানীতি: সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ

প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের গণমাধ্যমও মার্কিন ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে পারে- পিটার হাসের এমন বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। তারা বলছেন, এটা গণমাধ্যমে ভীতির পরিবেশ তৈরি করবে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তারা বলছেন, গণমাধ্যম স্বাধীন সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে চলে।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত শুক্রবার ভিসানীতি প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র। তাতে বলা হয়, এই ভিসানীতির আওয়াতায় পড়বেন সরকারি দল, বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এমন ঘোষণার দুই দিনের মাথায় রোববার ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস জানিয়েছেন, এই ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমও আসতে পারে।

পিটার হাসের এমন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিকে নেতা ও গণমাধ্যমকর্মীরা। বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, “প্রশ্ন হলো- গণমাধ্যম সব সময় ন্যায় বিচার, মানবাধিকার, অপশাসন, অন্যায়, অবিচার, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করে। মানুষের ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে। সেখানে বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি হবে। এটা হলে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্থ হবে।” ভয়-ভীতির পরিবেশের মধ্যে কাজ করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, “এটা মেন আমাদের জন্য কাম্য নয়, কেমনি যারা বিধিনিষেধ আরোপ করবে তাদের জন্যও কাম্য নয়। ”

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, “মিডিয়া কীভাবে একটা দেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ করে সেটা আমার বোধগম্য নয়। একটা টিভি চ্যানেলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস মিডিয়া বিষয়ে যা বলেছেন সেটা পরিস্কার নয়। যারা স্বাধীন গণমাধ্যমের কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে- তারা কীভাবে মিডিয়ার বিষয়ে এমন কথা বলে, এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে?” তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন,

“ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রতিটি গণমাধ্যম নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিতে চলে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের কল্যাণেই দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্থ বা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেটা দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে।

দীপ আজাদ বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় সে দেশের গণমাধ্যমগুলো সে দেশের দল বা প্রার্থীকে সমর্থন দেয়। এটা তাদের সম্পাদকীয় নীতি। বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যম যদি গণতন্ত্র ধ্বংস বা ব্যহত করার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে সেটিকে আমরা গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করি না। সেটিকে আমরা সংগঠন বা ব্যক্তির মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করি।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন বলেন, “আমরা মনে করি এটি স্বাধীনতারে উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্য আমাদের সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্থ করবে। স্বাধীন মত প্রকাশের এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা বা হস্তক্ষেপ সাংবাদিকদের ভীত করে তুলবে।”

চুয়াডাঙ্গায় কর্মহীন মানুষের মাঝে গণমাধ্যম কর্মীর খাবার বিতরণ

‘করোনা যুদ্ধ করবো জয়, বাড়ির বাইরে আর নয়’ স্লোগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১২’শ কর্মহীন মানুষের বাড়ি খাবার পৌঁছে দিয়েছেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত আমার সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক হাশেম রেজা।

সোমবার দুপুরে দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন তিনি।

হাশেম রেজা বলেন, বাংলাদেশ প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পরই

আমি নিজ এলাকায় ফিরে আসি। সাধারণ মানুষের মাঝে করোনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে লিফলেট, মাস্ক বিতরণ করি। মাইকিং করে করোনা সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিয়ে গ্রামে গ্রামে।

এরই ধারাবাহিকতায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাবার বিতরণে উদ্যোগ নিই।

প্রেমিক প্রেমিকা হিসেবে সাংবাদিকরাই সেরা !

সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রেম করার বড় জ্বালা। যাদের স্বামী বা স্ত্রী সাংবাদিক, তাদের মুখে প্রায়শই এই কথা শোনা যায়। সাংবাদিক মাত্রই নাকি হামবড়িয়া ভাব থাকে। সবসময় জ্ঞান জাহির করার চেষ্টা করে।
তাই সাংবাদিকদের স্বামী বা স্ত্রী সবসময় অন্যকে বলেন, ‘আর যে পেশার মানুষকে বিয়ে কর, সাংবাদিককে নয়।’

সমীক্ষা বলছে, অন্য যে কোনো পেশার মানুষের চেয়ে সাংবাদিকরা প্রেমিক বা প্রেমিকা হিসেবে অনেক এগিয়ে। কারণ পেশার খাতিরে সাংবাদিকদের নানা সময় নানা জায়গায় যেতে হয়। তাই রাস্তাঘাট থাকে তাদের নখদর্পণে। কোনো জায়গার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে তাদের ঠোঁটস্থ থাকে উত্তর। তার উপর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশে কোথায় কী বলতে হবে, কোথায় কীভাবে থাকতে হবে, তা নিয়ে সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে যায়। ফলে যেখানেই আপনি তাকে নিয়ে যান না কেন, অস্বস্তিতে তো পড়বেনই না, বরং সাংবাদিক সঙ্গী থাকলে আপনার মর্যাদাও বেড়ে যাবে কয়েকগুণ।

সাংবাদিকতার পেশায় সম্মান আছে। কিন্তু টাকা নেই। অন্য অনেক পেশার তুলনায় সাংবাদিকদের পারিশ্রমিক বেশ কম। স্রেফ নেশার তাগিদেই সংবাদ সন্ধানে ছুটে যায় তারা। টাকাটা তাদের কাছে বড় ব্যাপার নয়।

সাংসারিক জীবনেও এই মনোভাব কাজ করে। ফলে স্বামী বা স্ত্রীর আয় নিয়ে এদের কোনো মোহ থাকে না। এমন সঙ্গী পাওয়া তো ভাগ্যের

ব্যাপার। তার উপর সাংবাদিকদের পেশার তাগিদে খাটতে হয় প্রচুর। ইচ্ছা-অনিচ্ছার উর্ধ্বে গিয়ে পরিস্থিতির চাপে পড়ে কঠোর পরিশ্রমী হয়ে ওঠে তারা।

সঙ্গী বা সঙ্গিনী যদি পরিশ্রমী হয়, তবে তো সবারই লাভ। তার উপর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক না গলানোর মতো সময় তাদের থাকে না।

সাংবাদিকরা চান বা না চান, অনেক রকম কাজ তাদের শিখতে হয়, অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো সাংসারিক জীবনেও উপকারে লাগে। এছাড়া পেশার খাতিরে তাদের পড়াশোনাও করতে হয় প্রচুর। তাই যে কোনো বিষয়ের উপর মোটামুটি জ্ঞান তাদের থাকে।

এখানে সুবিধা দু’টি। এক তো আপনি কোনো বিষয় না জানলে সঙ্গীর থেকে জেনে নিতে পারবেন। কোথায় কখন কী কাজে লেগে যায়, বলা তো যায় না। আর দ্বিতীয়ত, আপনি কোনো বিষয়ে আলোচনা করার মতো লোক পেয়ে যাবেন।

এছাড়া পেশার খাতিরেই বিশ্বাসী হন সাংবাদিকরা। সংবাদ উৎস সবসময় গোপন রাখতে হয় তাদের। এটা ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলে বেশি।

– এমপি ডেস্ক